**অস্পমার(পাপ পুরুষ) কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে**

অস্পমার(পাপ পুরুষ) কিভাবে ৩০টি বিষয়ের ওপর তার প্রভাব বিস্তার করে:-

স্থূল শরীর:- এই স্থূল শরীরের ওপর  ক্ষুদা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, আলস্য এই চারটি ভাবে অস্পমার(পাপ পুরুষ) তার প্রভাব বিস্তার করে। উদাহরণ: স্বামী বিবেকানন্দ যখন নিরন্তর সাত থেকে আট ঘণ্টা বক্তৃতা দিতেন, সেই আট ঘণ্টার মধ্যে খাবার খাওয়ার ও সময় আসতো কিন্তু তিনি নিরন্তর বক্তৃতা দিতেন, অর্থাৎ ওনার মধ্যে এই চারটি ভাবের উপলব্ধি হতনা। কিন্তু সাধারণ মানুষের যখনই ওই পেটে ক্ষুদা, জলের জন্য তৃষ্ণা, নিদ্রা, আলস্য ভাব জেগে ওঠে তখন সেই সেই ব্যাক্তির আর সৎসঙ্গে মন বসেনা, স্বয়ং গুরু যদি সৎসঙ্গ করেন তাও সেই ব্যাক্তির মন বসেনা বরং সেই পেটের ক্ষুদার জন্য সে কিছু না কিছু খেয়ে ক্ষুদার তৃপ্তি করার পথ খোঁজে। অর্থাৎ কোনো সৎসঙ্গ, কোনো তীর্থস্থান, কোনো মন্দিরে গিয়েও ক্ষুদা, তৃষ্ণা মনে থাকে। সেই মনে করাবার পেছনে সেই সৎসঙ্গের প্রতি, সেই তীর্থস্থানের দেবতার প্রতি বা সৎ আলোচনার প্রতি একাগ্রতাকে ভঙ্গ করে, এইদিকে ওইদিকে নানান ঝোঁক/প্রবণতা (tendency) উৎপন্ন করাই শারীরিক এই চারটি জিনিসের মধ্য দিয়ে। এটিই অস্পমারের(পাপ পুরুষ) প্রভাব স্থূল শরীরের ওপর। কিন্তু যে একাগ্র, শ্রদ্ধা যুক্ত তার কিন্তু ওই শ্রদ্ধা কালীন বা শ্রবণ কালীন বা তীর্থ দর্শন কালীন এই অনুভব গুলো অস্পমার(পাপ পুরুষ) করাতে পারেনা। যেহেতু অপস্মারের প্রভাব যদি ৫ হয় এবং তাঁর শ্রদ্ধার প্রভাব যদি ৬ হয় তাহলে অপস্মার পারবেনা, আবার অস্পমারের(পাপ পুরুষ) প্রভাব যদি ৬ হয় এবং শ্রদ্ধা যদি ২ হয় তাহলে অস্পমার(পাপ পুরুষ) জিতে যাবে এবং এই ক্ষুদা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, আলস্য এর মধ্য দিয়ে স্থূল শরীরের ওপর তার প্রভাব বিস্তার করবেই।

সূক্ষ্ম শরীর:- জীবাত্মার সৃষ্টি হয়েছে পরমাত্মা থেকে, কিন্তু মৃত্যুর পরেও যে 'আমার' ভাব থেকে যায় , যেমন: আমার ছেলে, আমার বউ, আমার স্বামী ইত্যাদি। অর্থাৎ মৃত্যুর পরেও যে প্রেতে তার ঘরে বাস করে, সেটা পাপাত্মা অস্পমারের(পাপ পুরুষ) কাজ। সে যদি ঈশ্বরের শরণাগত হতো তাহলে কখনই পুনরায় মৃত্যুর পর ওই পুরানো ফেলে আসা সংসারের পেছনে থাকতো না, অর্থাৎ প্রেতে শরীরের আধীন হতনা। অর্থাৎ মহা পাপ শরীর রূপি অস্পমার(পাপ পুরুষ) সেই সূক্ষ্ম প্রেতে শরীরেও তার কার্যকলাপ / প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। তাহলে সূক্ষ্ম শরীরেও অস্পমারের(পাপ পুরুষ) প্রভাব, তার মরে যাওয়ার পরেও,,, সে জানে সে মরে গেছে, সে বুঝে যে সে কোনো কিছু স্পর্শ করতে পারছে না, কোনো কিছু সে করতে পারছেনা,, তার পরেও সেই ঘরে বাস করার কারণ কী? সেই রকম যে দৃঢ় একটা মূর্খামি সেটা অস্পমারের(পাপ পুরুষ) সূক্ষ্ম শরীরের ওপর প্রভাব।

চক্ষু:- (উদাহরন) একটা সুন্দর নারী, তাকে মা রূপেও দেখা যায় আবার অন্য রূপেও দেখা যায়, তবে অস্পমার(পাপ পুরুষ) অন্য রূপেই দেখায়। মা একটা শুদ্ধ গুন হওয়ায়, সেই রূপে দেখায় না। এটি চক্ষুর ওপর অস্পমারের(পাপ পুরুষ) প্রভাব।
তবে সেই শুদ্ধ গুণটি লাভ করার চেষ্টা নিজেকে করতে হবে 'ব্রহ্মচর্য'(42টি অনুশাসনের

একটি অনুশাসন) পালন এর মাধ্যমে।

কর্ণ:- (উদাহরণ) কান দিয়ে dj শুনতে, সিনেমার গান শুনতে, ইত্যাদি প্রকার গান বাজনা শুনতে বেশি ভালো লাগে কিন্তু হরিনাম শুনতে কম ভালো লাগে বা ভালো লাগেনা। এই যে হরিনাম শুনতে কম ভালো লাগা এবং dj শুনতে বেশি ভালো লাগা, এটিই হচ্ছে কর্ণের ওপর অস্পমারের(পাপ পুরুষ) প্রভাব।

নাসিকা:- প্রাকৃতিক কোনো ফুলের গন্ধ ভালো লাগায় এবং গরুর মল্ বা গোবরের গন্ধ পাওয়াই দুর্গন্ধ বা ঘৃনা লাগানো বা অনুভব করায়, এটিই নাসিকার ওপর অস্পমারের(পাপ পুরুষ) প্রভাব।

জিহ্বা:- জিহ্বার কাজ হচ্ছে রস আস্বাদন করা। কিন্তু দ্রব্য বা খাদ্য বিশেষে, কোনো কিছু খেতে ভালো লাগা আবার কোনো কিছু খেতে খারাপ লাগা, অর্থাৎ জিহ্বার মাধ্যমে স্বাদ বিশেষে খারাপ বা ভালো লাগা। এটিই জিহ্বার ওপর অস্পমারের(পাপ পুরুষ) প্রভাব।

ত্বক:- (উদাহরণ) কোনো নারীর স্পর্শ, ফুলের স্পর্শ, কোনো আজে বাজে স্থানের স্পর্শ, কোনো আজে বাজে লোকের স্পর্শ ইত্যাদি ভালো লাগে, কিন্তু কোনো মহাত্মার, কোনো সাধু সঙ্গের স্পর্শ ভালো লাগেনা। এটিই হচ্ছে ত্বকের ওপর অস্পমারের(পাপ পুরুষ) প্রভাব।

বাক (মুখ):- বাক্য সংযম না থাকায়, মানুষ মনে আসা মাত্রই মুখ দিয়ে অপবাক্য, অন্যের প্রতি নিন্দা চর্চা করা, কটু বাক্য বলা ইত্যাদি প্রকারের দুষ্কর্ম করে থাকে। এই যা খুশি ইচ্ছা মাত্রই বলা। এটিই হচ্ছে মুখের ওপর অস্পমারের(পাপ পুরুষ) প্রভাব।

পানি(হাত):- অস্পমার(পাপ পুরুষ) হাতের ওপর তার প্রভাব দিয়ে কখনো কোনো প্রকার সৎ কর্ম করাই না বা ইচ্ছা জাগায় না বরং হাত দিয়ে অসৎ, পাপ রূপি, দুষ্কৃতী রূপি কর্ম করাই।

পাদ (পা):- পা দিয়ে দৌঁড়াতে ভালো লাগে, dj তে নাচতে বেশি ভালো লাগে, কোনো প্রকার মনোরঞ্জক স্থানে ঘুরতে বেশি ভালো লাগে, কিন্তু কোনো তীর্থ স্থানে দর্শন করতে গিয়ে চলতে হলে কম ভালো লাগে, পায়ে চলে মন্দিরে গিয়ে দেবতার দর্শনের জন্য লাইনে দাড়িয়ে থাকতে ভালো লাগেনা। এই ভাবে ভালো লাগা এবং ভালো না লাগার মধ্যে অস্পমার(পাপ পুরুষ) তার প্রভাব বিস্তার করে ' পাদের ' ওপর।

মন:- (উদাহরণ) আমার মন শান্ত অবস্থায় ছিল, হঠাৎ একজন এসে বুঝালো যে একটা গভার্নমেন্ট সার্ভিস যদি জোগাড় করে নিতে পারো তাহলে খাওয়া পরার অভাব তোমার আর হবে না। তখন আমি পরীক্ষার নামে জালিয়াতি / প্রতারণা করে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে বা কোনো দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রীকে ঘুষ দিয়ে এলাম। তাহলে আমার মনের মধ্যে কত রকম দুষ্কর্ম করিয়ে দিল লোভ থেকে। লোভ কিসের?,, গভার্নমেন্ট সার্ভিস এর লোভ। ''ভগবান আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন না বরং গভার্নমেন্ট সার্ভিস নাকি আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন''- এইরকম অজ্ঞতা প্রদান করে। তাহলে পরিস্থিতি এবং স্থান বিশেষে লোভ, স্বার্থপরতা ভোগলালুপিতা এইগুলি পার সেকেন্ডে বদলে দেয়, এবং সুযোগসন্ধানী চরিত্রের পরিচয় দেয়। অর্থাৎ সুযোগ সন্ধানী, স্বার্থপরতা, ভোগ

লোলুপতা, ভোগ বিলাসিতা এবং সেই ভোগবিলাস এর জন্য জড় জাগতিক স্থায়ী অবস্থা (stability) এগুলো, যে যে উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে এই গুলি পূর্ণ হবে, সেই সেই দিকে মনকে ধাবিত করে অস্পমার(পাপ পুরুষ)। এটি অস্পমারের(পাপ পুরুষ) প্রভাব মনের উপর।

সংবেদনশীলতা:- সংবেদনশীলতা মানুষের এমন এক অনুভূতি যখন সে নিজেকে দুর্বল অনুভব করে, অসহায় অনুভব করে। ধরা যাক,(উদাহরণ) কোনো এক গভীর রাতে জঙ্গলের মধ্যে কোনো ব্যাক্তি একা পড়ে গেছে , সে জানেনা ভূত আসবে ,না পিশাচ আসবে, না চোর ডাকাত আসবে,, সেই সময় সেই ব্যক্তি নিজেকে একা, অসহায় অনুভব করে এটা একপ্রকার সংবেদনশীলতা। এছাড়া ধরা যাক কোনো ব্যক্তির এমন এক সময় এলো যখন সবাই তাকে চুরির দোষে চোর বলছে কিন্তু সেই ব্যাক্তি চুরি করেনি অথচ সবাই তাকে চোর বলছে, সেই সময় সেই ব্যাক্তি অসহায় অনুভব করে এবং তার পাশে কেউ নেই, সে একা অনুভব করে। এই অসহায় ভাব যখন পূর্ণ মাত্রায় পৌঁছে যায়, অর্থাৎ সংবেদনশীলতা যখন কোনো ব্যাক্তির মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় জাগে, সেই অবস্থায় সেই ব্যাক্তিকে অস্পমার(পাপ পুরুষ) অনুভব করায় সে একা, সে অসহায়। সেই ব্যাক্তির মধ্যে তখন অপস্মার পূর্ণ মাত্রায় মনমরা ভাব বাড়িয়ে ,আত্মহত্যা করার প্রবৃত্তিকে বৃদ্ধি করে এই সংবেদনশীলতার সুযোগ নিয়ে। কিন্তু সে বুঝতেই দেয়না আমাদের সঙ্গে আরেকজন সর্বদা আছে, সর্বদা সাক্ষী স্বরূপ আছে। এটা ভুলিয়ে রাখে এবং আর এটাকে ভুলিয়ে দেওয়াই অস্পমারের(পাপ পুরুষ) প্রধান কাজ। তাহলে অপস্মারের এই কৌশলটাকে হারাতে হলে, আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে তিনি সর্বদা আমাদের সঙ্গে আছেন, জগতের লোক থাক বা না থাক। এবং যারা প্রকৃত সদগুরুর থেকে দীক্ষা প্রাপ্ত হয়েছে তাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, সে যে বীজের দীক্ষা পেয়েছে সেই বীজের ইষ্টদেব এবং স্বয়ং গুরু শক্তি তার সঙ্গে রয়েছে।

স্মৃতি ও মেধা:- স্মৃতি এর ওপর অস্পমারের(পাপ পুরুষ) প্রভাব হলো গুরু বা শাস্ত্র বা সৎসঙ্গের প্রভাবে যে উপদেশগুলো এলো, সেইগুলো স্মৃতিতে ধরে রাখতে না পেরে বরং ভুলে যাওয়া। সেই সৎ উপদেশ ভুলিয়ে দেয়া রূপি কাজ অপস্মার স্মৃতি ও মেধার ওপর তার প্রভাবের মাধ্যমে করে থাকে। কিন্তু যদি সব সময় সতর্ক থেকে নিত্য অনিত্য বিচার করে অনুশাসন পালন করলে এবং এই সৎসঙ্গের আলোচনা উপদেশ স্মরণ মনন করা হয় তাহলে অস্পমার(পাপ পুরুষ) তার প্রভাব বিস্তার করতে পারেনা।

একই ভাবে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক); পঞ্চ তন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ) এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (বাক, পানি, পাদ, পায়ু, উপস্থ) এবং অন্যান্য সবগুলোকেই নিত্য অনিত্য বিচার এবং দৃঢ় 42 অনুশাসনের পালনের দ্বারা অস্পমারের(পাপ পুরুষ) প্রভাব মুক্ত করা সম্ভব। তাই আলাদা আলাদা ব্যাক্ষা না করলেও চলবে।
একটা হলো দিব্য সত্তার প্রতীক এবং আরেকটা হলো রাক্ষসী/আসুরিক সত্তার প্রতীক। আমরা যদি শরীর, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন এবং অন্যান্য সব রকম বিষয়গুলির দৃষ্টিকোণকে ঈশ্বরীয় বা দৈব দৃষ্টিকোণে পরিবর্তন(convert) করতে পারি এবং সেই পরিবর্তনের শতাংশ পরিমাণ যদি অস্পমারের(পাপ পুরুষ) প্রভাবের শতাংশ পরিমাণের থেকে বেশি হয়, (উদাহরন:- আমার দৃষ্টিকোণের পরিবর্তনের পরিমাণ ৬ এবং অপস্মারের পরিমাণ ৫ হয়) তাহলে অস্পমারকে(পাপ পুরুষ) সেই সেই বিষয় থেকে হাটানো সম্ভব হবে।

এই অস্পমারকে(পাপ পুরুষ) দুর্বল করতে হলে বা যুদ্ধে পরাজয় করতে হলে শাস্ত্র অনুযায়ী 'পূর্ণ আহার শুদ্ধি'(আহার শুদ্ধি, ভাব শুদ্ধি, কর্ম শুদ্ধি, নিয়ম শুদ্ধি, শাস্ত্র সময় অনুযায়ী আহার গ্রহন করা, পরিমিত আহার করা),  খুবই প্রয়োজন। পূর্ণ আহার শুদ্ধি নিরন্তর পালন করলে 60% শক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। সৎসঙ্গ এবং বাকি 41টি অনুশাসন পূর্ণতা পালন করতে পারলে বাকি 40% শক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই আহার শুদ্ধি থেকে 60% + সৎসঙ্গ এবং বাকি 41টি অনুশাসন থেকে 40% = 100% শক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, যার দ্বারা অস্পমারকে(পাপ পুরুষ) নিস্তেজ / দুর্বল করা যায়। এবং 12 বছর অখণ্ডিত রূপে নিত্য অনিত্য বিচার সহ এই 42টি অনুশাসন দৃঢ় ভাবে পালন করতে পারলে এবং সর্বদা সর্ব কর্মে শাস্ত্র অনুযায়ী চলতে পারলে এই অস্পমার(পাপ পুরুষ) পূর্ণ রূপে নিস্তেজ হয়ে যায় এবং অস্পমার(পাপ পুরুষ) নিস্তেজ হলেই মনুষ্যভাব লাভ হয় এবং তারপর গুরু কৃপায়, গুরু প্রদত্ত সাধনার দ্বারা, সাধনার উত্তম স্তর লাভ করে গুরুপ্রদত্ত ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করে সাধনা করতে করতে যখন আত্মজ্ঞান লাভ হয়, তখন এই শরীরে এবং 30টি বিষয়ে থাকা এই নিস্তেজ অস্পমার(পাপ পুরুষ) পূর্ণরূপে বেরিয়ে যায়। অর্থাৎ মনুষ্য ভাব লাভ করলে অস্পমার(পাপ পুরুষ) নিস্তেজ হয়ে যায় ঠিকই কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ না হওয়া অবধি অস্পমার(পাপ পুরুষ) বেরোই না।